بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪২৮
২৬ মার্চ ২০২২

বাণী

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে র‍্যাব মানুষের জানমালের সুরক্ষা এবং আইনি পরিষেবা প্রদানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে এ বাহিনী ইতোমধ্যে জনমনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর র‍্যাব সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে বৈশ্বিক বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ নিরাপদ দেশ হিসেবে নানামুখী দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকর আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার, জঙ্গি ও চরমপন্থিদের মূলোৎপাটন, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে র‍্যাব ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছে।

বর্তমান সময়ে অপরাধীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ করছে। এসব অপরাধ দমনে র‍্যাবকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। র‍্যাব এর সকল সদস্য দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করবে– এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাব এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যদের জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সেই সাথে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেইসব র‍্যাব সদস্যদের যারা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। পাশাপাশি সহমর্মিতা জানাই শহিদ পরিবারবর্গের প্রতি।

একটি স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে যথাযথ আন্তরিকতা, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে র‍্যাব প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন, রূপকল্প-২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে এই এলিট ফোর্স কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং কর্মস্পৃহা বজায় রেখে এবং সন্ত্রাস দমন, মাদক নির্মূল, অপরাধী গ্রেফতারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক সফলতা দেখিয়ে আসছে।

সুন্দরবন এর জলদস্যু/বনদস্যু দমন ও পুনর্বাসনে র‍্যাব অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। 'বাংলাদেশ আমার অহংকার' এই স্লোগান নিয়ে একটি সফল বাহিনী হিসেবে র‍্যাব এর পদচারণা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে র‍্যাবে হেলিকপ্টার সংযোজন, অভিযানের জন্য যানবাহন সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা নির্মাণ, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনে দক্ষতা সমৃদ্ধ ত্রিমাত্রিক বাহিনী রূপে র‍্যাবকে গড়ে তোলা হয়েছে।

একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন টেকসই নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ। র‍্যাব এ দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করে আজ জনমনে আস্থার প্রতীক হিসেবে বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। এলিট ফোর্স র‍্যাব এর সকল সদস্যের চিন্তা, সততা, শৃঙ্খলা, উদ্যম ও কর্তব্যপরায়ণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বিকশিত জাতি গঠনে র‍্যাব এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা আজ আমাদের প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আমি র‍্যাব ফোর্সেস এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ এর এলিট ফোর্স "র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)" এর ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আনন্দঘন মুহূর্তে র‍্যাব ফোর্সেস এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ শুভক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল বীর শহিদ, যাঁদের অপরিমেয় ত্যাগে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এ পবিত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড– বাংলাদেশ। বিনম্র শ্রদ্ধায় আরো স্মরণ করছি র‍্যাব ফোর্সেস এর শহিদ সদস্যবর্গকে, যাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনকালে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই র‍্যাব দেশপ্রেমের পরিচয় বহনসহ পেশাদারিত্ব, সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জঙ্গি দমন, চিহ্নিত অপরাধী গ্রেফতার, অস্ত্র-গোলাবারুদ ও মাদক উদ্ধার, মানবপাচার রোধ, ভেজালবিরোধী অভিযান, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা দমন, চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা প্রতিরোধ, বিশেষ করে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চল কেন্দ্রিক মাদকপাচার রোধ, ক্যাসিনোবিরোধী তৎপরতা এবং সুন্দরবন জলদস্যু মুক্তকরণে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং একটি বিনিয়োগবান্ধব নিরাপদ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারি বিভাগসমূহের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলবে এই প্রত্যাশা সকলের।

র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল আয়োজন সার্বিকভাবে সুন্দর, সফল ও সার্থক হোক এই কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)

ফিরে দেখা - ২০২১ র‍্যাবের সাফল্য

কর্নেল কে এম আজাদ, বিপিএম, পিপিএম (সেবা), পিএসসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), র‍্যাব ফোর্সেস

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে মানুষের জীবনে এসেছে গতিময়তা তেমনি অপরাধের ধরনেও এসেছে বৈচিত্র্যতা। সেই জন্য দ্রুততম সময়ে অপরাধকে মোকাবিলার লক্ষ্যে এলিট ফোর্স র‍্যাব কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাব গুরুতর অপরাধ দমনে কাজ করছে যার ফলে দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিগত বছরেও র‍্যাব ফোর্সেস এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এই সফলতা অর্জনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান, র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যের কঠোর পরিশ্রম এবং সর্বোপরি দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় গত এক বছরে র‍্যাবের সফলতা ছিল ঈর্ষণীয় যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে র‍্যাব : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জঙ্গি দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে এলিট ফোর্স র‍্যাব। র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার হয় জেএমবির শীর্ষ নেতা শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই, আবদুর রহমানের ভাই আতাউর রহমান সানি, জামাতা আবদুল আউয়াল, ইফতেখার হোসেন মামুন ও খালেদ সাইফুল্লাহ ওরফে ফারুক। বিচারের রায়ে এদের অনেকেরই ইতোমধ্যে ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। অতঃপর তেমন কোনো জঙ্গি হামলা আর সংঘটিত হয়নি।

২০১৬ সালের হলি আর্টিজান হামলার মাধ্যমে পুনরায় জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব ফুটে ওঠে। হলি আর্টিজান ঘটনা পরবর্তী র‍্যাব জঙ্গিদের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেফতারে সক্রিয় ছিল। এসময় র‍্যাব কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায়, সাভারের আশুলিয়ায়, টাংগাইল, গাজীপুরের হাড়িনালে বিভিন্ন জঙ্গিবিরোধী অভিযান সফলতার সাথে পরিচালনা করে। এছাড়া মিরপুরের দারুস সালামের কমল প্রভা, ঢাকার নাখালপাড়ার রুবি ভিলায় জঙ্গি আস্তানায় র‍্যাব অভিযান চালায়। বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় দাওয়াতি শাখা প্রধান, সূরা ও শরিয়া বোর্ড সদস্য, মহিলা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং বেশ কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ আইটি বিশেষজ্ঞকে গ্রেফতারের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনকে দুর্বল করে দেয় র‍্যাব। গত ১৬ জুলাই, ২০২১ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'আনসার আল ইসলাম'-এর আধ্যাত্মিক নেতা মাহমুদ হাসান গুনবিকে রাজধানীর ঢাকার শাহ আলী থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকা হতে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এইসকল আভিযানিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গত এক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে জেএমবি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমসহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর ৩০০-এর অধিক জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। পাশাপাশি বিপথগামী জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে র‍্যাব। এ প্রেক্ষিতে ১৬ জন জঙ্গি র‍্যাবের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মোটিভেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে তাদেরকে। জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতির আলোকে র‍্যাব তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে জঙ্গিবাদ এখন পুরোপুরি নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয়।

দস্যুমুক্ত সুন্দরবন : নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর বিশ্বের **'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'** খ্যাত সুন্দরবন। একসময় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জলদস্যু বাহিনী খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছিল। তৎপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে র‍্যাব মহাপরিচালককে প্রধান সমন্বয়কারী করে সুন্দরবনে জলদস্যু দমনে টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে গোড়াপত্তন ঘটে জলদস্যু মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার। সে প্রেক্ষিতে র‍্যাবের উপর্যুপরি অভিযানের ফলে জলদস্যুরা অপরাধজগৎ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইলে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগও সৃষ্টি করে দেয় র‍্যাব। এ পর্যন্ত ৩২৮ জন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে। র‍্যাবের এই সকল অভিযানের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ জলদস্যুদলের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে গত ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন অঞ্চলকে বনদস্যু/জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। ২০২১ সালে র‍্যাব সুন্দরবন বনদস্যু/জলদস্যু মুক্তকরণের ৩ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে র‍্যাব পুনর্বাসন চাহিদা সমীক্ষা চালিয়ে আত্মসমর্পণকৃত জলসদস্যুদের মাঝে ঘর, দোকান, নৌকা, জাল ও গবাদি পশু হস্তান্তর কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র ২০২১ সালেই এই কার্যক্রমের আওতায় আত্মসমর্পণকারীদের মাঝে ১০২টি ঘর, মালামালসহ ৯০টি মুদি দোকান, জালসহ মাছ ধরার নৌকা ১২টি, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ০৮টি এবং ২২৮টি গবাদি পশু প্রদান করা হয়।

এবার দস্যুমুক্ত হবে উপকূল : সুন্দরবনের জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে কক্সবাজারের মহেশখালী, বাঁশখালী এবং কুতুবদিয়ার ১২টি বাহিনীর ৭৭ জন দস্যু র‍্যাবের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পাথরঘাটা, বরগুনা ও পটুয়াখালী সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে দূরবর্তী বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি দস্যুতার ঘটনা ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে র‍্যাব আভিযানিক ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রের নিকটবর্তী চরাঞ্চল যেমন– ডালচর, সোনার চর, চর মঞ্জাজসহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। যার ফলে ডাকাত ও দস্যুদলের ৬৮৭ জন র‍্যাবের হাতে আটক হয়। একজন অর্থ সংগ্রাহক নারায়ণগঞ্জ হতে আটক হয়। র‍্যাব পাথরঘাটায় দস্যুদমন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উপর্যুপরি অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে উপকূলীয় এলাকা সুন্দরবনের মতো বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের উপকূলও দস্যুমুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর র‍্যাব।

মাদকবিরোধী অভিযান : প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব ম্যানডেটের আলোকে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ৩ মে ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মাদকের বিরুদ্ধে গুরুত্বারোপ করে র‍্যাবকে নির্দেশ দেন। সে প্রেক্ষিতে 'চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে' স্লোগানে মাদকবিরোধী অভিযান বেগবান করে র‍্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালেও মাদকবিরোধী উল্লেখ্যযোগ্য অভিযান পরিচালনা করে এলিট ফোর্স র‍্যাব। গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে কক্সবাজারের বালিখালী উখিয়ারঘাট কাস্টমস স্টেশন জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকা থেকে ৬,০০,০০০ পিস ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এ ছাড়াও র‍্যাবের অভিযানে রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকা হতে ০২ জন যুবককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বর্তমান সময়ের আলোচিত মাদক 'ম্যাজিক মাশরুম'। এছাড়া বর্তমান সময়ে আরেকটি আলোচিত মাদক হলো 'আইস' বা 'ক্রিস্টাল মেথ' যা উদ্ধারেও র‍্যাব প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। গত ১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে ০৫ কেজি আইসসহ ০২ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব এবং গত ২ মার্চ, ২০২২ র‍্যাব মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থেকে আইস কারবারের অন্যতম হোতা এবং তার সহযোগীসহ সর্বমোট ০৫ জনকে ১২ কেজি আইসসহ গ্রেফতার করে র‍্যাব।

২০২১ সালে সারা দেশে র‍্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে সর্বমোট ১৫,৫৯৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়, উদ্ধার করা হয় ১,৬৩,০৫,৪৮৩ পিস ইয়াবা। এ ছাড়াও প্রায় ৩৫,৫০৪.১২৮ কেজি গাঁজা, ১,৩৯,১৯৪ বোতল ফেনসিডিল, ৫৮০ গ্রাম কোকেন, ৫৮.৮৭৬ কেজি আফিম এবং ১৪৯.২৪৭ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয় র‍্যাব পরিচালিত মাদকবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে।

চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ও ক্লুলেস মামলায় র‍্যাবের সাফল্য : বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং ক্লুলেস মামলার আসামিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সবসময় সজাগ থাকে র‍্যাবের গোয়েন্দা দল ও সাইবার মনিটরিং টিম। এরই প্রেক্ষিতে গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হয় বগুড়ার চাঞ্চল্যকর বিদ্যুৎ হত্যা মামলার যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ফেরারি আসামি। জনপ্রিয় 'ভাঙা তরি ছেঁড়া পাল' শিরোনামের গানের বাউল মডেল হিসেবে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে অভিনয় করছিল সে। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ রাতে কক্সবাজারে গণধর্ষণের শিকার হন এক নারী। ২৬ ডিসেম্বর রাতে মাদারীপুরে অভিযান পরিচালনা করে উক্ত ধর্ষণের সাথে জড়িত মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়া র‍্যাবের অভিযানে বহুল আলোচিত কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। কিশোরগঞ্জ সদর এলাকার ব্যবসায়ী রমিজ উদ্দীন হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং চিল্লারত অবস্থায় আত্মগোপনে থাকা হত্যাকারী মোয়াজ্জিনকে লক্ষ্মীপুর হতে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় র‍্যাব : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বিশ্বের বুকে অনন্য বাংলাদেশ। কিন্তু প্রায়শই কিছু কুচক্রী মহল এই সম্প্রীতি নষ্টের লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উস্কানিমূলক, বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অপচেষ্টা করে। র‍্যাব এই ক্ষেত্রে সবসময় তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। রংপুরের পীরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার অন্যতম হোতা ও তার সহযোগীকে টঙ্গী থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। গত ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন চৌমুহনী এলাকায় কিছু দুষ্কৃতিকারী শ্রী শ্রী রাধামাধব জিউর মন্দিরে হামলা ও লুটতরাজ চালায়। এই ঘটনায় মন্দিরের লুণ্ঠিত পূজার সামগ্রীসহ ০৪ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

মানবপাচার রোধে র‍্যাবের ভূমিকা : মানবপাচার একটি সংঘবদ্ধ বড় অপরাধ। এই অপরাধ কোনো একক দেশের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের সর্বত্র। এসকল মানবপাচারকারী চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য র‍্যাব সদা সচেষ্ট। র‍্যাব পার্শ্ববর্তী দেশে নারীপাচার এবং বাংলাদেশি একজন তরুণীকে পৈশাচিক নির্যাতনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক নারীপাচার চক্রের অন্যতম মূলহোতাসহ ০৪ জন পাচার চক্রের সদস্যকে গ্রেফতার করে। ভারতে বাংলাদেশ হতে পাচারকৃত আলোচিত মা-মেয়েকে পাচারকারী সিন্ডিকেটের মূলহোতাসহ ০৩ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। একই ইস্যুতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ রাজধানীর মিরপুর ও উত্তরা এলাকা হতে সংঘবদ্ধ মানবপাচারকারী চক্রের অন্যতম হোতাকে মাদক, পাসপোর্ট, অন্যান্য নথি ও সরঞ্জামাদিসহ গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। গত ০১ বছরে এমন ১১৪টি অভিযানে ৪৯৪ জন মানবপাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ৯৭টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এই সকল অভিযানে সর্বমোট ১৪৭ জন ভিকটিমকেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

কিশোর গ্যাং নির্মূল : কিশোর গ্যাং নির্মূলে র‍্যাব সদা তৎপর আছে। ২০১৭ সালে উত্তরায় স্কুল ছাত্র আদনান হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কিশোর গ্যাং অপসংস্কৃতি বাংলাদেশে আলোচনায় আসে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের মূলহোতাসহ বেশ কয়েকজন কিশোর গ্যাং সদস্যদের গ্রেফতার করে র‍্যাব। গত ২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ০৫ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তারা প্রত্যেকে 'ভাইব্যা ল কিং' নামক একটি সংঘবদ্ধ কিশোর গ্যাং গ্রুপের সদস্য। এভাবে শুধু ২০২১ সালেই সারা দেশে ৩১টি অভিযানে ২৭টি কিশোর গ্যাং গ্রুপের সর্বমোট ৪৫১ জন সদস্যকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে র‍্যাব। অভিযান কার্যক্রমের 'কিশোর গ্যাং' নির্মূলে র‍্যাব অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও এটাই যথেষ্ট নয়। মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণাও চালানো জরুরি। ২০২১ সালে র‍্যাব কর্তৃক মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে **"সবার হোক একটাই পণ, কিশোর অপরাধ করবো দমন"** শীর্ষক টিভিসিটি উদ্বোধন করা হয়েছে যা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে র‍্যাবের পক্ষ থেকে।

অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধারে র‍্যাবের সাফল্য : অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজের হুমকির কারণ যেন হতে না পারে সেই লক্ষ্যে র‍্যাব সদা তৎপর। র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত সফল অভিযানের মাধ্যমে দেশে উল্লেখ্যযোগ্য হারে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধারে সফলতা দেখিয়েছে এবং গত এক বছরে অবৈধ ১৩৪৪টি অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এ ছাড়াও ২৮৫টি ম্যাগাজিন ও ৮,৭৪৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে র‍্যাবের সাফল্য : সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নির্মূল ও মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি খুন, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই চক্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের গ্রেফতার করে সাধারণ জনগণের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে র‍্যাবের জোরালো তৎপরতা অব্যাহত আছে। গত এক বছরে চুরি, ছিনতাই এবং ডাকাতির কাজে জড়িত ২৫৮৩ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়া বিগত এক বছরে নারী ও শিশু সংক্রান্ত অপরাধে ৪২১ জন, মলম পার্টি ও অজ্ঞান পার্টির সদস্য ১০২ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এ ছাড়াও র‍্যাবের নিয়মিত অভিযানে প্রায় ৮০০-এর অধিক চোরাকারবারি ও ১০০-এর অধিক জাল নোট প্রস্তুতকারী গ্রেফতার হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা : সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এই ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান মূল ভূমিকা পালন করে তার অন্যতম বিশুদ্ধ খাবার ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা। কিছু মুনাফালোভীর কারণে আজ বাংলাদেশে এই খাতে অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। র‍্যাব কর্তৃক এই সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এসময় দেশজুড়ে খাবার হোটেল/রেস্টুরেন্টে/কারখানা এবং ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় র‍্যাব। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল ওষুধ, শিশুখাদ্য, ভুয়া ডাক্তার এবং পাসপোর্ট অফিসের দালালচক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর মাধ্যমে গত এক বছরে ২,৩৭৩টি অভিযানে ১২,৭৩১টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২৫,৫৩,২১,৩১৯ টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৯১২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে র‍্যাবের এ পথচলা আনন্দের ও গৌরবের যা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

র‍্যাবের মানবিক উদ্যোগ : দেশের যেকোনো আপদকালীন মুহূর্তে র‍্যাব ফোর্সেস সর্বদা দুস্থ ও নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সেজান জুস কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু শ্রমিক